নির্যাস

কাঞ্চনবাড়ি, ঊনকোটি, ত্রিপুরা

ইং: ১।১২।২০১৭

সম্পাদকীয়ঃ **নামে নয়, কবিতায় পরিচয়**

তীব্র হয়ে ওঠে উলঙ্গ মৃত্যুর সঙ্গম

তৈমুর খান

এক বিষণ্ণতা এসে দোলাচ্ছে আমাকে
ভালো থাকবো ? ভালো থাকবো আমি ?
সব আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হলে
নিজেকে উন্মাদ মনে হয়
পৃথিবীটা ঈশ্বরবিহীন কারাগার

এক একটি হত্যার সংবাদ আসে
আর্তনাদ ঢুকে যায় বিশ্রামের ঘরে
অথবা ছালচামড়া ছাড়িয়ে লবণ দিতে থাকে আততায়ী
জনন অঙ্গে নামে অন্ধকার

কোন্ গেরুয়া পোশাকে ঢাকবো নিজেকে ?
তীব্র হয়ে ওঠে উলঙ্গ মৃত্যুর সঙ্গম....

ঋণ

সুমনা ভট্টাচার্য

তোমার ওই পূবের বারান্দাটা
ধার দেবে একদিনের জন্য?
সব না-পাওয়ার রং মিশিয়ে
আল্পনা দেব, তার শুরু থেকে শেষ,
তারপর, নাহয় একাই দাঁড়িয়ে কাঁদব খানিক,

সবশেষে আগুন জ্বালব---
দাহ করব কবিতার লাশ,
আর আমারও, কুশপুতুল।

যদি ধার দাও তোমার ওই পূবের বারান্দাটা
মাত্র একদিনের জন্য।

জীর্ণ শব্দগুলি নিয়ে

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

শব্দগুলো ক্লিশে হয়ে যায়
বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে
তার মাধুর্য মোহ উৎকর্ষ বা চমৎকারিত্ব
পুরো বিবর্ণ হয়ে যায়
শব্দের বর্ণ খুঁজতে খুঁজতে হয়তো বা
কবিরাও বর্ণান্ধ হয়ে যান
তখন চিত্রকল্পে শুধুই ধূসর আকাশ

দানবকৃচ্ছতায় পাওয়া মহাজাগতিক বরে
কবিও কি দাম্ভিক হন ?
একপদ একহস্ত একাঙ্গুলি বা এককেশ
দানবসাধনায় দৈবিক বা মানবিক বোধজাগানো
কোনো বর কী বরাদ্দ হয়েছে
কখনো আমি জানি না
কোন পুরাণে সে কাহিনি আছে কে জানে ?

তবে এটা জানতে কবি হতে হয় না
যে সিংহাসনে বসলে পশুজয়ের শৌর্য
খুব কম রাজা পান
সপ্তরিপু টানা রথে বাকিরা সবুজ আর
সজীব ধ্বংসে মদমত্তমহিষ মহাদম্ভে অন্ধ
ইতিহাস আর সাহিত্য তাদের কথাও
লিখে রাখে অবহেলা মলিন কালিতে

তবু কোনো ধর্ষকামী মন
সেইসব সিংহ আর মহিষের খেলা
দেখার জন্য উৎসুক
হয় না আপনি কলমের দিব্যি করে
বলতে পারবেন ?

ঝরাপাতার রূপকথা

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল

দূরন্ত মেশিনভ্যানের চাকার পেছনে উড়ে যায় হারানো দিন, তাকে চিনতে
সলতের ভিজে বুকে ঝরাপাতার রূপকথা, উত্তপ্ত প্রহর জুড়ে কয়েকটা
নিঃশ্বাসের রাস্তা সুদূর বক সারি থেকে রোদ নিচ্ছে পরম বন্ধনে--

পাতা ওড়ে, সমস্ত শাখা প্রশাখায় জড়িয়ে আছে
এলোমেলো বাতাসের
ঢেউ, চলে যায় পথ খোঁজা সম্পর্কের দিকে --নিস্তব্ধ এক সাদা -হলুদের
মানচিত্রে পঙক্তি জুড়ে বিরহী ফুল, সূর্যমুখীর প্রবল শিসে চিতার ধোয়াঁর
মতো আমি কৌম; সাঁতারে সাঁতারে শান্ত হয়ে উঠি --

কাটা বাঁশ শুয়ে আছে লম্বা সরলরেখায়, উর্বরা পথের
দুপাসে চালাঘরের
নৈবেদ্য নিয়ে মাটি থেকে দিগন্তে, ছায়ার মাঝে লুকিয়ে থাকা চঞ্চল স্রোতে
শিকড় বাকড় পাড়ি দিচ্ছে আকর্ষন শূণ্যে--

এক চিলতে চোখের মত খালপাড়ে ঘরবাঁধার আকাশ, কত দিন ঝোপ সাফ
করতে করতে মেঘপান করে, মৃত পাখির বুকে শ্বাস তৈরি করে --আমার
জন্মের দায় নিয়ে শরীরে মাখছি ভেঁটু ফুলের আদর—

চোরাবালি

নীপবীথি ভৌমিক

এত জলের গান কোথায় শোনা যায় এখনও ?
এই তো শৈত্যবেলার হাওয়া
লাল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ধুলো ওড়া ব্যাথা...
কে রেখেছে এই পথ আজও এতো জলাদরে মাখিয়ে !

--তবে কি আছে...? এখনো আছে...?
হয়তো আছে , হয়নি এখনো সব শৈত্য দগ্ধ মূর্ছণায় মূর্ছিত ,

শীত , ঘুম পাড়ানি গান গাইলে সবাই ঘুমাবে জানি
মৃত্তিকার ক্রোড়েও জলকণাও...!

তবু এমনও কিছু জল থেকে যায় , বালির কাছে ঘুম হয়ে
যার ঘুম বোধহয় নির্ঘুম রঙে আঁকা থাকে আজীবন ।

অন্য কবিতা ,অন্য নামে অ্যালার্জি

অসীম মল্লিক

প্রকাশিত সাহিত্যপত্রটি হাতে পেয়ে
সূচীপত্রে চোখ রেখেছি !

শুধুই নিজের নাম কত পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে
দ্রুত দেখে নিয়ে ! চোখ বুলিয়ে নিই ! বানান ,
কমা ,সেমিকোলন ,পূর্ণচ্ছেদ --
আদেও ঠিকঠাক আছে কিনা !

নিজের নামের সঙ্গেই লেপ্টে গ্যাছে --
আমার কবিতা প্রেম ! অন্য কবিতা ,অন্য নামে অ্যালার্জি !
প্রচ্ছদ ,সম্পাদকীয় এবং দগ্ধ রবির কিরণ গায়ে মেখে --
কারও
চোখের শিখা হয়ে ওঠার সময় নেই !

মলাটবন্দী হয়ে ঘরে ফিরে ,
নিজেকে সাজিয়ে রাখি শোকেসে !
আমার আকাশের তারারা রক্তাক্ত হয় ---
শুধুই নিজের কবিতা ভালবেসে !

স্বপ্নময়ী

অতনু ভুইঞা

স্বপ্ননীড়ে এসেছো ধীরে, তুমি কোজাগরী
বসন্তে প্রভাতে মেঘের চাদর গায়ে তুমিই শ্যামাগিরী।
আকস্মিক লাগে, বিভুতি তোমার পিছু টানে
নিরাকার দেহে, বিবেকের বাঁধা দুমড়ে মুচড়ে ভাঙে।

কোমল পরশ খানি মুখমণ্ডল ব্যক্ত করে
শ্রুতির সেপান, ক্ষতে হৃদয় ভরে ।
অভদ্র হয়ে যখন তোমায় সে শ্রদ্ধা করে
রন্তিম ক্ষণে পেয়েছিল সাড়া জেনে হৃদয় ভরে।

দিক দিগন্তের গোলক ধাঁধায়, প্রেমানুভুতি অবিরলে।
শিশির ভেজায় পাতা বিন্দু যখন আঁকড়ে ধরে
পরিচয় হল বাঁধা, প্রেয়সি যখন প্রশ্ন করে।

আজি মন প্রানে স্বপ্ন তোমায় খোঁজে
স্বপ্ননীড়ে বাসা বেঁধে সে তোমার পথটি খোঁজে।
তোমার শিকলে বাঁধা পড়ে মোর হইল হাজত বাস
সৃষ্টি তখন বিরল হল, মর্তে ভরে উঠিল প্রেমের লাস।

চাওয়া

সম্রাট পাল

তেমন কিছু চাইনি...
চেয়েছিলাম বৃষ্টি হতে
চোখের কোণঘেষে,
ছায়া হয়ে--'চোখে চোখে রাখতে।
তপ্ত দুপুরে ছাতা হয়ে
স্নিগ্ধ দেহের মলিনতা মুছতে,
কনকনে শীতের গভীরে
কম্বলের ভাজে উষ্ণতা ছড়াতে,
চাওয়া আর পাওয়ার টানাপোড়ন
আবেগগাত্রে ধোয়া,
দৃষ্টিহীন জীবনবল্লভ!

এক ভগীরথ

নীলাদ্রি দে

জেগে ওঠা হয় নি তখনও
অসীম যাত্রার পথ শুরু হয়ে গেছে---

পূর্ব হতে পশ্চিমের পথ--
শেষ বসন্ত দ্বারে এসে দাঁড়ালো

গঙ্গার স্রোত মুখ বেয়ে নামে'নি--

বসন্ত অপেক্ষা করে না
গ্রীষ্মের উষ্ণতায় গঙ্গোত্রী শুকিয়ে গেল।

ইতিহাস মুছে দিলে ভগীরথ
মুছে যায় শেষ বসন্তের অপেক্ষা।

এই সময়ের যুদ্ধক্ষেত্র

নাসির ওয়াদেন

এক একটি সময় হেমন্তকাল
শৈশব জীবন ফিরে পেতে
আলোর চাষ করো মননভূমিতে--

সারাদিন ত্যাগ তৃষ্ণা চষে চষে
ফসল ফলায় উপোসি ভাগচাষি

এমনই দিনে কিছু অর্ধাবৃতা কিশোরী
মাঠে হতে কুড়িয়ে আনে শীতল ধান
ঘাস কাটা ক্যেদে কোলের পেছ্যেয় --

ওই দিকে উৎসবে নতুন যুগ তত্ত্ব
উছলিয়ে ভেসে আসে গরীবের ঘরে
শি চিন্তাধারা কী স্বপ্ন, নাকি খাদ্যান্বেষণ

কতটা পাপী হলে আমাদের ঈশ্বর
কেড়ে নিতে পারে খাবারের থালা ?

ক্ষুধার্ত দিনে প্রত্যাশা ছেড়ে চাই একমুঠো অন্ন
এ সময়ের যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ তুমি বড়ই বিপন্ন

লাশ - ১

দেব চক্রবর্তী

আমার কোনও উৎসব নেই
আমার কোনও উচ্ছাস নেই.....
কেননা
রক্তাক্ত লাশের কোনও উচ্ছাস থাকে না।
হে প্রপিতামহ, আপনার রক্তের অঙ্গীকারে আজ বলতে
বাধ্য হচ্ছি - সত্যিই কোনও লাশের উৎসব বলে কিছু হয় না।
জানি, আপনাদের অনেক সুনাম আছে, অত্যাশ্চর্য বর্গীয়
কাঠামো আছে, আছে সম্মান, প্রতিপত্তি.....সব আছে.....
কিন্তু একটা জীবন্ত লাশের কোনও দাম আপনাদের কাছে
নেই।
একটা সময় আপনি আপনার জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করেছেন
তালপাতার পুঁথিতে। বহুবর্ণ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন দেশ
জুড়ে।
সাক্ষী থেকেছেন স্বয়ং ধর্মাবতার।
ধর্মের কাষ্ঠে বলি দিয়েছেন বহু নিরীহ বিধর্মী....
মেনে নিতে পারেন নি আপনার চৌহদ্দিতে কোনও নিকৃষ্টকে
।
নারীকে রেখেছেন পর্দানশীন। যুগের পর যুগ চালিয়েছেন
দুঃসহ অনুশাসন। নারী ছিল নিতান্তই আপনাদের কাছে
বাড়িভূষণা।
সবই জানি.....কিন্তু চুপ থেকেছি
চুপ থেকেছি ভীষণ বাধ্যতায়।
সেই একই শিক্ষা দিয়েছেন পিতামহ থেকে শুরু করে
আজন্মকাল বর্গীয় পুরুষদের।
ঈশ্বরের অগাধ আশীর্বাদ ঝরে পড়েছিল আপনাদের উপরে।
করেছেন উৎসব, জনকল্লোলে মুখর করেছেন জমিদারি।
আলোর জলসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কালবৃত্তের ব্যাস।
কিন্তু আজ আমার কোনও উৎসব নেই....
আমার নেই কোনও আবেগ বা উচ্ছাস।
কেননা
রক্তাক্ত লাশের কোনও উৎসব থাকতে নেই।
আর পিতামহ, আপনার কথা নাই-বা বললাম।
আপনি তো আমাকে চেনেনই না।
ছোট থেকে শুনে এসেছি, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ.....
কিন্তু আমি দেখলাম, আমার শৈশবেই আপনি পৃথিবীর
কোলে পাশ ফিরে, করে নিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
আজ আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই -
চলেই যদি যাবেন তাহলে কেন আনলেন আমাকে ?
কেন দিলেন কালসর্প যোগ !
কেন দিলেন আপনাদের চিরাচরিত বর্গীয় আচরণ ?

কেননা আপনি আগেই জানতেন 'এ কর্মা' ভিন্ন ভাবনার....
তথাকথিত আপনাদের মত সুপুরুষ নয়।

তবে জেনে রাখুন ধর্মাবতার.....
বোধহয় আপনারা এই ধর্মাত্মাকে ভুল ভেবেছেন।
ভুল ভেবেছেন এই কারণেই কেননা
তাকে আপনারা অনেক চেষ্টা করেও দিতে পারেননি
আপনাদের আচরিত ধর্মমালা।
প্রচার করেছেন 'কুলাঙ্গার' হিসেবে।
তাই সযত্নে বলতে বাধ্য হচ্ছি...
আমার কোনও উৎসব
নেই.....আমার কোনও আনন্দ নেই।
কেননা
না-মানুষের কোনও উৎসব থাকে না।
এই রক্তাক্ত জীবন্ত লাশের কোনও উৎসব থাকতে নেই ॥॥

দেবাশিস কোনার

কান্না

(১)

যে সোহাগে আদর ছিল অনন্ত জিজ্ঞাসা
নুপুরের শব্দ কিছু আশা ও নিরাশা
সেই তাপে পুড়ে যেতে সাধ জাগে বড়
ভুতলে দেখ গো নিত্য, কেমন উপাদেয়
যে অতলে নাম সখি সে অতলে আমি
পুষ্প মালা গেঁথে বৃথা হই কলঙ্কিনী

চুরি

(২)

যদি বা অন্য কাজে মন চায় যেতে
মদির এ বুকে তবু প্রেমই জাগে না
হেমন্ত হটাৎ বাঘ শীতে জবুথবু
যা গেছে তা যাক ,আমি ক্ষমতায় তবু

তবু আমি বীরদর্পে বলে দিতে রাজি
যতই চালাকি কর এই রাখি বাজি
যা আমার তা তোমার সবারই তো সব
রাজকোষ সেও মুক্ত ব্যাধির প্রলাপ

ঠান্ডা

(৩)

এলো রে পাতা ঝরার দিন তাই ভুলে গেছ
শুকনো বুক্ষ শিউলির কথা।এই সেদিন অবধি
গন্ধে মাতানো সে এখন আর আকর্ষণ করে না।
তোমারও একদিন ঠিক এভাবেই তোমাকে মনে রাখবে না।
এই শীতলতা ঠেলে এগিয়ে চলা !
কেননা ঠান্ডাকে অতিক্রম করলেই গরম পাবে।

মেঘ

(৪)

সাঁতারে বিশ্বজয় করার আনন্দ আজ আকাশে
মেঘ এসে জড়িয়ে ধরছে আঁচলের গিঁটগুলি
তারাদের অভিসারে কেউ যেন বাঁধা না হয়
নিশ্চিত করার জন্য তুমি এসেছ বোধহয় !
এত কাদার মধ্যে চলতে চলতে পা পিঁছলে যায়
আর সেই অবসরে তুমি মেঘ ,শিখিয়ে যাও

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

শীত বসতির মা

(১)

আকাশ কোলে নিয়ে চৌকাঠে মা
গভীর স্তব্ধতার মাঝে
অপেক্ষা করছে নিরিবিলি
সাইকেল চালিয়ে যে গেছে
সে ফিরবে
সে ফিরবে ভাঙাচোরা পথে
শীত বসতির সকাল এসে যখন
চৌকাঠের গায়ে লিখবে উত্তাপ

একমুঠো সুখ
চাবি হয়ে ঝুলে আছে শাড়ির খুটে
অপেক্ষা গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তায়
ভাঙাচোরা পথ দূরের শহর
থেকে সওদা করছে আহ্লাদসামগী নয়

চলাচলের উত্তাপ।

(২)

মিথ্যে মিথ্যে গন্ধ

মলাট খুললেই মিথ্যের গন্ধ এসে
বিড়ম্বিত করছে ঘ্রাণবোধ
সত্যের প্রচ্ছদ
তার তলে আলোর বিভ্রম
দৃষ্টিপাত ঠিকরে আসে
অলীক উজ্জ্বল মায়াজাল
কীভাবে উপড়ে ফেলি প্রসাধনী

মিথ্যের কটুগন্ধ
মিশে যাচ্ছে বিশ্বাসে নিঃশ্বাসে
দমবন্ধ নয় এখন সবকিছু স্বাভাবিক
তবু চিনে ফেলি আয়োজিত গন্ধের ভূমিকা।

সময় যে নেই আর

সুপ্রীতি বর্মন

ছটফটানি আঙুলের আয়ত্তে ঘড়ির কাঁটার টিক্ টিক্,
সময় যায় যায় তড়িঘড়ি পরীক্ষার খাতা জমা, শিক্ষিকার
একঘেয়ে কানে তালা প্রশ্ন,
এই হলো তোমার আর হবে না, সময় নেই।
ফটাস করে খাতা নিল কেড়ে যেন কোন উপযাচক আমি,
আগন্তুক অসমাপ্ত প্রশ্নের মুখভার,
একরাশ গলাধঃকরন টুপ টুপ চোখের পাতা,
শিহরন জাগে কি হয় কি হয়, কি বা হবে পরিনতি,
বিন্দুবিসর্গ ভবিতব্য নাগালের বাইরে অভীপ্সা,
মনের সন্ধি শুধু হতাশার ইচ্ছেঘর প্রত্যাশা।
কাগজের বুকে উগরানো তটস্থ শব্দমালা,
অস্ফুট মনন চেতনার বহিঃষ্কার,
বর্জন সকলপ্রকার সত্যিকারের আত্মসন্ধি।
নিছক ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বরের বোলচালের ঔদ্ধত্যে,
গগনফাটা অন্ধকার বজ্রধারী মেঘ।
শুধু শুধু বারি অপচয়, স্রোত হল নিরুদ্দেশ।
অপ্রকাশিতব্য ছাত্রাবস্থা নব প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম,
নেই জানা নেই চেনা জগতের একাকী পথিক,
শুধু পাতা উল্টাতে ব্যস্ত বিনা সূচিপত্রের আহ্বান।

এ গ্রামে কোন শিশুর নাম যিশু, মোহম্মদ কিংবা বুদ্ধ না ।
এরা কোন দিন এই গ্রামে খেলাধুলা করে নি ।
এ গ্রামে কোন বিশুদ্ধ পানীয়ের বোতলের দোকান নেই,
কারন এ গ্রামের খালবিল নদীনালা বিষ হয়ে যায় নি এখনো
।
এঁদের উপাসনা জেগে ওঠে কাস্তের ধান্য পরিশ্রমে, এঁদের
আত্মার অক্ষর খুঁজতে হয় চার চালায় ছুটে আসা সুদ্ধ
বাতাসে ।
এই বাতাস অপেক্ষায় থাকে না কোন সমুদ্রের অনুমতির ।
মানুষকে জীবিত রাখা ছাড়া বাতাসে এঁর কোন ধর্ম নেই,
এই গ্রাম্য পরিবেশে অস্ত্র শানাবে না কোন বহুরূপী,
ক্ষুধা, বস্ত্র এঁর মানবিকতা ছাড়া জাগে না এঁর কোন
প্রতারণার ধর্ম ।
ঠ্যাটা সেই বহুরূপী সে কি লজ্জিত হয়ে আর কোন দিন
দেশলাই খুঁজবে না !
ধুলো মাখা বহুরূপীর টিকির টুপি হবে নতুন বসন ।
এসব দেখেও এই গ্রাম হয় নি বাসী , কারন ধর্মের এঁটো ছোঁয়
নি তাঁদের ।
সব শেষে একটি প্রশ্ন রাখি তবে ,
মানুষের আগে কোন ভূত কি এইসব মর্ম গ্রন্থে লিখে গেছে
তবে ?

হৃদয়ের রাস্তা

সজল কুমার টিকাদারের দুটি কবিতা

(১)

দু'জনে হাঁটছিল,
হাঠৎ পুড়িয়ে দেওয়া বৃষ্টি।

রাস্তার ধারে ছাতা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল গাছ।
তবু,দু'পা এগিয়ে এসে তাঁরা
তুলে নেয়নি সে নিশ্চিত অবকাশ।

ওরা কতদূর যাবে?
হৃদয়ের রাস্তার কি সীমানা হয়?

তবু এভাবেই
হেঁটে যেতে ভাল লাগে আজীবন,
ভালোবাসার সময়।

দু'খন্ড শুকনো কাঠ

(২)

তোমার গোলাপ ঠোঁটে
দু'খন্ড শুকনো কাঠ রাখতেই
জ্বলে উঠলো আগুন!

শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরার
ঢাল বেয়ে
ছড়িয়ে পড়তে থাকে সে আগুন।

কে আর সামলে রাখে কারে!

আমরা হারিয়ে যাচ্ছি
আমরা পুড়ে যাচ্ছি
ভালোবাসার হৃদয় পুরে!

দান

সুমন দত্ত

তাঁর মুখে মৃত্যুর দাগ লেগে আছে
আমার কলপাড়ে এসে ধুয়ে নিতে
চায় সে মুখ
উঠতি তারকার স্খলন রোধ করি কি উপায় ?
আমার ঝুলিতে নিরালম্ব বার্ধক্যের ক্ষয়িষ্ণু আঁচ

তাঁকে কি ফেরাতে পারি ?
আমি তাঁকে কি ফেরাতে পারি পরাঙ্মুখ হয়ে ?
সে শক্তিও আমার নেই
গতে বাঁধা অষ্টপ্রহর দিতে পারি সেবামূলক
করপুটে জল তুলে ধুয়ে দিতে পারি মুখ

তাঁর তাজা মুখে মুছিয়ে দেবো সে দাগ
যেতে যেতে পিছিয়ে দেবো মৃত্যুভয়
আমি যেতে যেতে তাঁর কাছে আয়ুষ্কাল রেখে যাবো
আমি যেতে যেতে করে যাবো দান

গলা জল

সঞ্জয় সোমের দুটি কবিতা

(১)

কব্জির জোর ও হাঁটুর শক্তি একসাথে জুড়ে
আমাদের পঙক্তিতে শব্দ সাজাই

হাঁটুর জোর চিনিয়েছে আমাদের রাস্তার বাঁক
শব্দ চিনিয়েছে আমাদের কব্জির জোর

হাঁটতে হাঁটতে আমাদের রাস্তা বদলে যায়
রাস্তা ভেঙে ভেঙে আমরা নতুন রাস্তায় হাঁটি

হাঁটতে গিয়ে চিনেছি নদী

আমি বিশ্বাস করি নদীকে আমাদের কারও
সম্পূর্ণ চেনা হয় না

নদীকে চিনতে দাঁড়িয়ে আছি নদীর গলা জলে

নীরব কথারা

(২)

আমার নীরব কথারা একান্তভাবে আমার
নিজের রাজকীয় কিছু স্বপ্নকথা আছে

তোমাকে কোনও দিন কবিতা পড়তে বলিনি
পড়বে কি না তোমার বিষয় ভাবনা

নীরব কথারা আমাদের নিজস্ব
আমরা বেঁচে আছি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরছি
আমাদের নীরব কথারা নীরব থেকে গেল

একদিন ফুরোবে আমাদের পাখিজীবন
তোমাকে লেখা আমাদের ফুরোবে না

তুমি আমাদের নীরবতার নির্মাণ
ভালোবাসা এসেছিল কাছে

ভালোবাসা এসেছিলো কাছে

আফজল আলি

আঙুলেরও নিজস্ব আড়াল থেকে যায় কখনো কখনো
তখন মেঘ উড়ে এসে বসে
আর সন্ধ্যার তুমি অগুনতি হয়ে ওঠো
মন জানিয়ে দেয় - মিথ্যাগুলো আসলে রাজহাঁস
কথা ফুরায় না বলে তোমাকে রেখেছি সন্ধির মাঝখানে
সাক্ষী এই প্রাচীন তেঁতুলগাছ

ডেকে ডেকে চলে গেছে কারা
বিনোদনে কারা নিঃশর্ত ছিল
তোমাদের জানার নয় , তবুও খেতের থেকে শস্য উঠে গেলে
ভূতেরা সারাদিন নাচে
জন্মের আগের, জন্মের অধিকার,
নিষ্ঠার অগোচরে ভালবাসা এসেছিল কাছে
শনাক্তকরণের বাঁশি, বালিশে ডুবেছে রাত

আমাদের বিকেল পর্যাপ্ত ছিল না
পুরনো খোলস পাল্টে ফেলেছে চাঁদ
তাই জ্যোৎস্নার মুখে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে নির্বাচন করছে না আর
ভ্রম থেকে গোরুদের হেঁটে যাওয়া ও ভেড়াদের চিৎকার
অতএব স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকো, হে আড়ম্বর
অজানা ছিল না গলায় জড়ানো হৃৎপিন্ডের পাপ

খাতায় লেখা থাকুক

স্বাতী মিত্র দত্ত

তোমার কাছে ধার বাকি কিছু রেখেই যাবো না হয়,
একটা জীবন, ছোট্ট ভীষণ, সব ধার কি শোধ হয়!
তোমার জন্য শেখা আমার মন খারাপের
কান্না,
ফাগুন দিনের গোপন আলোয় জ্বলতো তাতে পান্না।
শিশির ভেবে জমিয়েছিলাম সবুজ অবুঝ
মন,
রূদ্র দিনে ও আস্কারা তার জুটতো
বিলক্ষণ!
জয় গোঁসাই, নন্দন, কি কালো কফির
স্বাদ,
জড়িয়ে আছো তিন ভুবনে যেমন জ্যোৎস্নাস্নাত চাঁদ।
মেঘলা দুপুর, সুখী ভীষণ প্রেম নামে
চিলেছাতে,
সে সব কাব্য সঙ্গী এখন নিদ্রাহীন
মাঝরাতে।
এসব ধার শোধ হবে না এক জীবনের
আয়ে,
পাগলি, তোমার কাছে থাকবো বাঁধা ডাইনে এবং বাঁয়ে।

ফিরে আসবেনা কেউ

সুমন পাটারী

কখনো ভাবিনি এখানে এসে বসবো,
স্তিমিত,শ্রান্ত---

দুধেল ধানক্ষেত মনে হবে প্রেমিকা।

ভাবিনি এতো বড় হয়ে যাবো
শরৎ --শীতের তফাৎ থাকবেনা।

একা হবো ছবি দেখে দেখে
একা হবো একা থেকে থেকে
ভাবিনি অনেক টাকা হবে--
ছাই; যৌবনভুলা ছাব্বিশে।

কখনো ভাবিনি কবিতা লিখব--
কাঠামোর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া
শেষ বিজয়ার।

দেশ বিদেশে ঘর,
আনন্দে আটখানা মন--
তবু হৃদয় জুড়ে ঝড়...

মস্ত ঘরে একলা থাকি
বেল বাজালেই হাজির সুখ।
তবুও কেন ডাক দিয়ে যায়
এঁদো গলির মধ্যে থাকা
সেই, সর্বজনীন সুখ।।

তারপর

নব কুমার দে

ছায়াপথ থেকে নেবে আসে
এক নাবিক
বলল ঝড় উঠেছে যেই
কম্পাস ছুড়ে ফেলে দিয়েছি
আলগা কথার মাঝে
চুলায় আরও দুটো কাঠ গুজে দি
তারা গুলো কবিতা শুনতে আসে
ভাতের গন্ধে ম ম করা দাওয়ায়
আগুন ধার নিয়ে চুরুট জ্বালায় ভিনদেশী
কৌতূহলী চোখ
যৌনতার উৎস খোঁজে
আগুনের শিখার পাস থেকে কেউ বলে
বউ নাইতে গ্যাছে
আঁধার নাবলেই যায়
ওর যে একটাই শাড়ী ...

উত্তরবঙ্গের একটি আশ্রমে এক মায়ের সাথে কথা বলে ...

সুখ

শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়

কত আনন্দ বুকে ও তোর
কত আনন্দ বুকে,
আমাকে তুই রেখে গেলি
কোন অপার্থিব সুখে !!

জানলা খুলে সূর্য কিরণ
পদ্ম ফোঁটে বনে
দোয়েল কোয়েল সঙ্গী এখন
আছি মস্ত সুখে ??

গরম ভাতে ঘি এর যত্ন
চক্ষু ভরে জলে ..
তোর মুখে ভাত তুলব বলে
পরের ঘরের কাজে..

তুই তো এখন অনেক বড়

মর্ম

দেবশ্রী চক্রবর্তী

এ গ্রামে কোন শিশুর নাম যিশু, মোহম্মদ কিংবা বুদ্ধ না।
এরা কোন দিন এই গ্রামে খেলাধুলা করে নি।
এ গ্রামে কোন বিশুদ্ধ পানীয়ের বোতলের দোকান নেই,
কারন এ গ্রামের খালবিল নদীনালা বিষ হয়ে যায় নি এখনো
।
এঁদের উপাসনা জেগে ওঠে কাস্তের ধান্য পরিশ্রমে, এঁদের
আত্মার অক্ষর খুঁজতে হয় চার চালায় ছুটে আসা সুদ্ধ
বাতাসে।
এই বাতাস অপেক্ষায় থাকে না কোন সমুদ্রের অনুমতির।
মানুষকে জীবিত রাখা ছাড়া বাতাসে এঁর কোন ধর্ম নেই,
এই গ্রাম্য পরিবেশে অস্ত্র শানাবে না কোন বহুরূপী,
ক্ষুধা, বস্ত্র এঁর মানবিকতা ছাড়া জাগে না এঁর কোন
প্রতারণার ধর্ম।
ঠ্যাটা সেই বহুরূপী সে কি লজ্জিত হয়ে আর কোন দিন
দেশলাই খুঁজবে না!
ধুলো মাখা বহুরূপীর টিকির টুপি হবে নতুন বসন।
এসব দেখেও এই গ্রাম হয় নি বাসী, কারন ধর্মের এঁটো ছোঁয়
নি তাঁদের।
সব শেষে একটি প্রশ্ন রাখি তবে,
মানুষের আগে কোন ভূত কি এইসব মর্ম গ্রন্থে লিখে গেছে
তবে ?

আত্মঘাতী চাঁদের বুড়ি

অভিজিৎ দাস

মুনের চেহারায় কোনো বুড়ি ছিলনা
কোনো বুড়িই বসে বসে বসে বসে
কাটতোনা সুতো।

মুনকে যখনই জিজ্ঞেস করতাম "বুড়ি কই ?"
সে বলতো "বুড়ি আত্মহত্যা করেছে তাই ---
হৃদয়ে সমাধি দিয়েছি।"

বুঝেছিলাম মেয়েটা রসিকতা জানে।

তারপর কতদিন, কতরাত কেটে গেছে
আমি নিঃঝুম রাতে তালগাছ ও
সুপারী গাছে লাফাতে লাফাতে ঝুলতে ঝুলতে
হঠাৎ হাত ফঁসকে এসে পড়লাম বিছানায়
বুক ভেঙে হৃদয় পড়লো মেঝেতে
হৃদয় চুরমার হল, বেড়িয়ে এল এক
গলা কাটা বুড়োর কঙ্কাল।

বুঝলাম মেয়েটা কিছুই গোপন করতে জানতোনা।

ইনবক্স

দয়াময় মাহান্তী

আমার ওয়ালে আঁকা জীবনের
চিত্র,বন,হরিণের দৌড়...
মাঝেমধ্যে বৃষ্টি,একটু পরেই রৌদ্র
এসবের ভীড়ে চিনেছ আমাকে

অথচ,আমি একা একা যখন বেরিয়ে আসি
সরে আসি ওয়াল থেকে
ইনবক্সের খোঁজে

এ একা একা আমি
এক প্রকার জোরপূর্বক
অবৈধ অনুপ্রবেশের মতোই
ঢুকে পড়তে চাই একটা ইনবক্সে

অচেনা মানুষের মতো
সামান্য কথা নয়,সৌজন্য নয়
গোপনে নষ্টের কথা যদি কেউ বলে
কষ্ট তবে লাঘব

একটা জীবন শুধু দেখানোর কিম্বা
একটা শিল্প কেবল কলার জন্য নয়
কৌশলে হিংসার লাফে প্রেম আছে
অসভ্য এ আদরে-আহ্বানে

ওয়ালে যে সভ্যতা দেখে
চিনেছ আমাকে
আড়ালে ইনবক্সে তাকে কেন খোঁজ?

আত্মরতি-২

সেলিম মুস্তাফা

ঘর সাজাতে সাজাতে
মাটি কেঁপে গেল,
বিপদের কথা কারো
মনেও ছিল না;

সকলেই ভেবেছিলো
ফ্ল্যাট বাড়িতে কখনো
বিপদ হবে না;

ধ্বংসস্তূপে এখন শুধুই
লাশ আর হিংস্র ইতিহাস।

রোজনামচা

আশীষ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দেতে তুমি যতটুকু হাসো
দুঃখেতে তার দ্বিগুণ কাঁদো
এ'হাসি-কান্না তোমার আমার খেলা
তাতে কার কি যায় আসে!

তোমার হাসিতে যদি জ্যোৎস্নার গভীরতা থাকে
আর কান্নারা আমার আকাশ মেঘলা করে
তাতে কার কি যায় আসে!

সবই তো জীবনযাপনের রোজনামচা

জারুল জ্বরের মতো

সুজিত মন্ডল

জারুল জ্বরের মতো ঘোরে
তোমাকে এই মুগ্ধতায়
বীক্ষিত বাতাসের তারে
আঙুল ছোঁয়াব

নিরীক্ষিত যন্ত্রণার পরাগ ছুঁয়েছে
ফুলের নৈঃশব্দ্য ভ্রমর
তালপাতায় বোনা হচ্ছে তাপ

ছাতিম সম্পর্কের তলে এসে
ভালোবাসার পাখিটি
রাধা ডাকে

দীক্ষিত শূন্যের শিশিরে
ভিজে যাচ্ছে ঘাসজমি
তুমি কলমজোড় বুঝিয়েছ
অক্ষত জোছনার মতো
জ্বরের ঘোরে।

[বিঃদ্রঃ পত্রিকাটি প্রতি মাসেই প্রকাশিত হবে। পত্রিকার সকল পাঠক'কে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। টাকায় নয় কবিতায় ও পাঠকে।]

Email: nirjaspatrika@gmail.com
সম্পাদকঃ সুব্রত ঘোষ। অতনু ভুইঞা।